গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০২.২০২২.৬৪

তারিখ : ২০ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৩ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৮.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ ও পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত
০১.	**বিষয়: চুয়াডাঙ্গা জেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক জনাব মো: ইব্রাহিম হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব আবু জাফর মো: হাসিবুল আলম ০২ জন প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক স্কেল প্রদান সংক্রান্ত।** চুয়াডাঙ্গা জেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক জনাব মো: ইব্রাহিম হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব আবু জাফর মো: হাসিবুল আলম ২০০২ সালে ৩য় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন এমপিওভুক্ত হতে না পেরে তারা ২০১১ সালে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন। যার রিট পিটিশন মামলা নং-৯৯১/২০১১ এর রায় নিম্নরূপ : The respondents are directed to grant MPO to the petitioners from the date of their joining in respective colleges with arrears within 1(one) month from the date of receipt of a copy of this judgment. উক্ত রিট মামলার শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ তাদের যোগদানের তারিখ থেকে এমপিও মঞ্জুর করার নির্দেশ প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ থেকে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়। যার সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-২১২০/২০১৩ এর রায় নিম্নরূপ : The leave petition is out of time by 607 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the civil petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation. যা শুনানী শেষে আপিল বিভাগ খারিজ করে দেন। ফলে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল থাকে। মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২.০৬.২০১৫ তারিখে শিম/আইনসেল (রিট)১২৫/২০১১/৩৭০নং- স্মারকপত্রে তাদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়াসহ এমপিওভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক মাউশি জুলাই/২০১৫ সালে এমপিও মঞ্জুর করেন এবং স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০১.১৭/১৮৮৮ হিসাব, তারিখ: ২০.০৩.২০১৭ পত্রে তাদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া পরিশোধের আদেশ দেন। যেহেতু প্রভাষকদ্বয় ডিগ্রী পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সেহেতু গভর্নিংবডির ১৫৩ তম সভায় ডিগ্রী এমপিওভুক্তির তারিখ (০১.০৫.২০০৪) থেকে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। বকেয়াসহ এমপিও মঞ্জুর করায় তাদের চাকরির মেয়াদ ২০২০ সালে ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। বিধি মোতাবেক তারা সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করতে পারেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১০ সালে ০৮ (আট) বছর পূর্ণ ধরে নভেম্বর ২০১৭ সালে তাদের টাইম স্কেল ৭ম গ্রেডসহ ২৯,০০০/-(উনত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করেছেন। কলেজের গভর্নিংবডি উক্ত প্রভাষকদ্বয়ের সবকিছু পর্যালোচনা করে ১৬৭ তম সভায় সহকারী অধ্যাপাক	চুয়াডাঙ্গা জেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক জনাব মো: ইব্রাহিম হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব আবু জাফর মো: হাসিবুল আলম তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন কিন্তু তাঁদের নিয়োগ প্যাটার্ন বহির্ভূত পদ হওয়ায় তাঁদের পদোন্নতির বিধান না থাকায় পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব নয় মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	পদে পদোন্নতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত বিষয়টি মাউশির মে/২০২২ মাসের এমপিও সভায় উপস্থাপন করা হয়। অত্র কলেজের দর্শন বিভাগে প্রভাষক মো: ইব্রাহিম হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবু জাফর মো: হাসিবুল আলমকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। **চুয়াডাঙ্গা জেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক জনাব মো: ইব্রাহিম হোসেন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব আবু জাফর মো: হাসিবুল আলম ০২ জন শিক্ষক হাইকোর্টের রায়ে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষক এমপিওভুক্ত হন। তারা তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন তাদের সহকারী অধ্যাপকের স্কেল প্রদান এর বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ এর ১১.৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তির তারিখ হতে ০৮ (আট) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে প্যাটার্নভুক্ত প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকের মোট পদের ৫০% নির্ধারিত বিভিন্ন সূচকে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ‘সহকারী অধ্যাপক’ পদে পদোন্নতি পাবেন। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ০.৫ বা তার বেশি হলে পরবর্তী পূর্ন সংখ্যা গণনা করে পদোন্নতি দেয়া যাবে। এতে মোট পদসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। অন্যান্য প্রভাষকগণ এমপিওভুক্তিরর ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে বেতন স্কেলের গ্রেড ৯ থেকে ৮ প্রাপ্য হবেন এবং পরবর্তী ০৬ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এমপিওভুক্তির ১৬ (ষোলো) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে ‘সহকারী অধ্যাপক’ পদে পদোন্নতি পাবেন। পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে দুটির বেশি উচ্চতর গ্রেড/টাইম স্কেল প্রাপ্য হবেন না। ‘সহকারী অধ্যাপক’ এর পদ থাকবে শুধুমাত্র ডিগ্রী কলেজে। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পরবর্তীতে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হলে জ্যেষ্ঠ প্রভাষকগণের পদবি ‘সহকারী অধ্যাপক’ হিসেবে পরিবর্তন হবে এবং বেতন স্কেল ও চলমান আর্থিক সুবিধাদি পূর্বের মতো যথানিয়মে প্রাপ্য হবেন”। এমপিও নীতিমালায় ডিগ্রী কলেজে কর্মরত ৩য় শিক্ষকের পদ অনুমোদিত নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে তাদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	
০২.	বিষয়: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ মহাবিদ্যালয় এর জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রদর্শক (কম্পিউটার) এবং মোসাঃ রেশমাতুল আরস, প্রদর্শক (মনোবিজ্ঞান) এর বেতন-ভাতা ছাড়করণ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের দুই জন প্রদর্শক (১) জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রদর্শক (কম্পিউটার শিক্ষা) (২) জনাব মোসা: রেশমাতুল আরস, প্রদর্শক (মনোবিজ্ঞান) গত ১৩/০৬/২০০৪ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এমপিওভুক্ত হয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা এর ১০/০৫/২০০৬ তারিখের ৭জি/৭০৫(ক-৩)/২০০৬/৬১৭৪/৬ পত্রানুযায়ী প্যাটার্ণ অতিরিক্ত প্রদর্শক হিসেবে এমপিওভুক্তিতে তাদের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে তার মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন ১১০২৭/২০০৬ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট থেকে প্রথমে ৬০% হারে বেতন-ভাতা প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর থেকে ৬০% হারে বেতন-ভাতা ছাড় করা হয়। বাকী ৪০% বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশনে ২০/০৭/২০১৭ তারিখে শুনানি আন্তে নিস্পত্তি করে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিগত ০৮/১০/২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। সেই প্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তর থেকে স্মারক নং-৭জি-৭০৫(ক-৩)/অংশ-২/০৬/৮৫৭, তারিখ: ১৬/০৪/২০১৮ মোতাবেক পত্রে আইন উপদেষ্টার মতামতসহ পত্র প্রেরণ করা হয়। আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরূপ: “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শক জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম গং এপ্রিল/২০০৬ সাল থেকে বেতন-ভাতা (এপিএ) স্থগিতকরনের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১০২৭/২০০৬ দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিশি জারি করার সময় ৬০% হারে পিটিশনারদের বেতন-ভাতা ছাড় করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিগত ২০/০৭/২০১৭ তারিখে মূল রিট পিটিশনের রুল শুনানীকালে রুল নিস্পত্তি করে বিবাদীগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনায় ১ নং ৩ নং বিবাদী অর্থাৎ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তরকে যে	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের দুই জন প্রদর্শক (১) জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রদর্শক (কম্পিউটার শিক্ষা) (২) জনাব মোসা: রেশমাতুল আরস, প্রদর্শক (মনোবিজ্ঞান) এর বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বিষয়ে/কারণে পিটিশনারগণের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়েছিল সে বিষয়টি প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তি করার জন্য বলা হয়েছে। রায় ও আদেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পিটিশনারগণকে অবহিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো-শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/১০/২০১৭ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে পিটিশনারদের এমপিও প্রাপ্তির যৌক্তিকতা বিধি বিধানের আলোকে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন এবং বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে”। **আইন উপদেষ্টার মতামত হলো :** “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শক জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম গং এর বেতন-ভাতা (এমপিও) এপ্রিল/২০০৬ সাল থেকে স্থগিতকরনের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-১১০২৭/২০০৬ দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিশি জারি করার সময় ৬০% হারে পিটিশনারদের বেতন-ভাতা (এমপিও) ছাড় করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিগত ২০/০৭/২০১৭ তারিখে মূল রিট পিটিশনের রুল শুনানীশেষে রুল নিষ্পত্তি করে বিবাদীগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনায় বিবাদীগণ-কে অর্থাৎ ১ নং ৩ নং বিবাদী অর্থাৎ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর-কে যে কারণে পিটিশনারগণের বেতন-ভাতা (এমপিও) স্থগিত করা হয়েছিল সে বিষয়টি প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তি করার জন্য বলা হয় এবং রায় ও আদেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বলা হয়। এ বিষয়ে বিগত ০৮/১০/২০১৭ এবং ০২/১০/২০১৮ তারিখের পত্রে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্ররণ করা হয়। **বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/১০/২০১৭ এবং ০২/১০/২০১৮ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও নির্দেশ অনুসারে পিটিশনারদের বাকি ৪০% বেতন-ভাতা (এমপিও) ২০০৬ সাল থেকে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং একই সঙ্গে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ৯.২ ধারায় উল্লেখ আছে, “এ জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক কর্মচারীর প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ উদ্বৃত্ত পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত এমপিওভুক্ত অতিরিক্ত জনবল থাকলে তাঁর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পেতে থাকবেন। এ সকল পদ শূন্য হলে উক্ত পদে নতুনভাবে আর কাউকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহপ্রধান ব্যতীত প্যাটার্নভুক্ত অন্য কোন পদ কোন কারণে শূন্য হলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তি এমপিওভুক্ত উদ্বৃত্ত পদ থেকে শূন্য পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় করতে হবে”। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	
০৩.	**বিষয়: সেসিপ কর্তৃক ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ার পূর্ব এসএসসি (ভোকেশনাল) শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট এর সমন্বয়কৃত পদে এমপিওভুক্তির নির্দেশনা সংক্রান্ত।** রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর বিদ্যালয়ে এস এস সি (ভোকেশনাল) শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট-কে সেসিপ কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শাখায় ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ায় উক্ত পদে সমন্বয় করায় তার এমপিওভুক্তির মতামত/নির্দেশনা চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি/২০২২ এমপিও কমিটির বিশেষ সভায় উত্থাপন করা হয়। কারিগরি শাখায় নিয়োপ্রাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব এ্যাসিসটেন্টকে সাধারণ শাখায় সেসিপ কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শাখায় ভোকেশনাল কোর্সে সমন্বয়ের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেসিপ কর্তৃক ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ার পূর্ব এসএসসি (ভোকেশনাল) শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব এ্যাসিসটেন্টকে সেসিপ কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারন শাখায় ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ায় সমন্বয়কৃত পদে এমপিওভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	সেসিপ কর্তৃক ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ার পূর্বে এসএসসি (ভোকেশনাল) শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব এ্যাসিসটেন্টকে সেসিপ কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শাখায় ভোকেশনাল কোর্স চালু হওয়ায় সমন্বয়কৃত পদে এমপিওভুক্তির বিষয়ে সমপদে সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ায় এমপিওভুক্তির সুপারিশ করা যায় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪.	বিষয় : রাজশাহী জেলার পবা (মতিহার) উপজেলাধীন এম. আর. কে কলেজ এর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ১২০১/২০২১ এর রা মোতাবেক এমপিওভুক্তকরণ সংক্রান্ত । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা:৪/১জি-৪/২০০৪/২৯৩ তারিখ : ১৯/০৬/২০০৪খি, তারিখের আদেশে রাজশাহী জেলার পবা (মতিহার) উপজেলাধীন এ আর কে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমপিওভুক্ত করার আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে এ. আর. কে কলেজের এমপিও স্থগিত রাখা হয়। এ. আর. কে কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হায়দার আলী ও ৪০ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও দাবি করে মহান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১২১২১১১ দায়ের করেন। রিট মামলার রায়ের বিষয়ে মাউশির আইন শাখার মতামত : রাজশাহী জেলার এম. আর. কে কলেজের অধ্যক্ষ গং কর্তৃকপরে হামান্য হাইকোই বিভাগে রিটি পিটিশন ১২০১/২০২১ এর বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা আইনগত মতামত প্রদান করেন। তার মতামত নিরূপ : এম.আর. কে কলেজের অধ্যক্ষ গং কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও প্রদানে বিবাদীগণের নিক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শিক্ষক/কর্মচারীদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়াসহ অনান্য সুবিধাদি প্রদানের নির্দেশনা চেয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ১২০১/২০২১ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ২৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে শুনানি শেষে রিট পিটিশন নিস্পত্তি করেন এবং বিবাদীগণকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৯/০৬/২০০৪ তারিখের মেমোটিকে আইন ও বিধি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আদালতের রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ০২(দুই) মাসের মধ্যে রায় বাস্তবায়নের জন্য আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায়, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মত হলো: our opinion is that the Directorate should comply with the judgment or the High Count Division and impalement the memo dated 09.06.2004 (Annexure-G) of the writ petition in accordance with immediately. মহামান্য আদালতের রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আইন শাখার ১৬/১১/২০১২ তারিখের পত্রে নির্দেশনা মোতাবেক এম. আর, কলেজ এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মে ২০১২ মাসের এমপিও চূড়ান্ত সভায় উপস্থাপন করা হয় । এমপিও চূড়ান্ত কমিটির সুপারিশ : প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। তাই রাজশাহী জেলার পবা (মতিহার) উপজেলার এম আর কে কলেজের এমপিওভুক্তির বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলার রায় মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা (মতিহার) উপজেলার এম আর কে কলেজ এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলার রায় মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা (মতিহার) উপজেলার এম আর কে কলেজের কাগজপত্রাদি যাচাই পূর্বক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫.	বিষয়: বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এমপিও পদে যোগদানকৃত শিক্ষকদের এমপিও জটিলতার নিরসন করে এমপিওভুক্তকরণ সংক্রান্ত। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) এর ৩য় চক্রে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে “সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)”পদে ০৭.০২.২০২২ তারিখে নাগডেমরা উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যালয়, নাগডেমরা, সাথিয়া, পাবনা যোগদান করেন। তিনি ২০১৫ সালের নিবন্ধন সার্কুলার অনুযায়ী সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে ০৬ মাসের কম্পিউটার ডিপ্লোমা করে ১২ তম নিবন্ধন পরীক্ষায় পাশ করে ২০১৮ সালের নীতিমালা পরিবর্তনের পর তিনি (বি,এম) শাখায় ভর্তি হয়ে কম্পিউটার অপারেশন কোর্স ২০২০ সালে অর্জন করে এই সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে (NTRCA) তাকে নিয়োগে সুপারিশ করেন। তিনি আবার ২০২১ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে এক বছর মেয়াদি এ্যডভান্স কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স অর্জন করে। এই সকল সার্টিফিকেট দিয়ে তিনি এমপিওর জন্য আবেদন করেন। তার আবেদন উপজেলা থেকে (Lack of qualification) লিখে বাতিল করে দেন। এ অবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করে এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে তিনি এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এমপিও পদে যোগদানকৃত শিক্ষকদের কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, কিন্তু কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা পরে অর্জন করেছেন বিধায় তাদের এমপিওভুক্তির কোনো সুযোগ নেই মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৬.	বিষয়: সহকারী গ্রন্থাগারিক এর এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে স্পষ্টীকরণ/নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত। রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রাধাকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মো: মিজানুর রহমান এর এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে নির্দেশনা চেয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার মতামত প্রেরণ করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর স্মারক নং-২/এস/৩৫৯/১০১৯/(৬), তারিখ: ১৩.০৩.২০১১ তারিখ মোতাবেক ২৫.০২.২০১১ তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর মেয়াদের ১০ সদস্য বিশিষ্ট নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ম্যানেজিং কমিটির ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে ১২.০৮.২০১২ তারিখের সভায় পু:নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্তের আলোকে ২৩.১১.২০১২ তারিখ দৈনিক মানবজমিন ও দৈনিক দাবানল পত্রিকায় সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের লক্ষ্যে পুন: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিস, রংপুরের স্মারক নং-ডিইও/রং/২০১২/৩০(৯), তারিখ: ০৬.০১.২০১৩ তারিখে সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পীরগঞ্জ, রংপুরকে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ম্যানেজিং কমিটির ০৪.০১.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত নিয়োগ কমিটির ০৫ সদস্যের মধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ ০৫ সদস্যের মধ্যে ০৪ সদস্যের উপস্থিতিতে ১৮.০১.২০১৩ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ম্যানেজিং কমিটির ০৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে ২৪.০১.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থী জনাব মো: মিজানুর রহমানকে নিয়োগ পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ০৬.০২.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মো: মিজানুর রহমান এর যোগদান পত্রটি অনুমোদন করা হয়। বর্ণিত নিয়োগটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের অনুপস্থিতে সম্পন্ন হওয়ায় এমপিওভুক্তির যোগ্য হবে কিনা, সে বিষয়ে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রাধাকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মো: মিজানুর রহমান এর এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে নিয়োগ কমিটির ০৫ জন সদস্যের মধ্যে ০৪ জন সদস্য উপস্থিত থাকায় এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৭.	**বিষয়: জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, প্রধান শিক্ষক (অব:) বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, হাকিমপুর, দিনাজপুর এর মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৬৩৪৪/২০১৯ এর রায়ের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষক পদের বকেয়া বেতন ভাতা, অবসর ও কল্যাণ ভাতা ছাড়করণ সংক্রান্ত।** জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, প্রধান শিক্ষক (অব:) বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, হাকিমপুর, দিনাজপুর। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে ৩০.০৫.২০০২ তারিখে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে এবং ১৯.১০.২০১৮ তারিখে অবসর গ্রহণ করে। এ পদে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মামলাজনিত কারণে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। তিনি গত ২৬.১১.২০০৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক তার পক্ষে রায় প্রদান করায় তিনি চাকুরীকালীন অবস্থায় রায়ের কপিসহ প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও শিক্ষা অধিদপ্তরে ০২টি আবেদনপত্র দাখিল করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে প্রধান শিক্ষক পদে এমপিও ভুক্ত করার সুপারিশ করা হলেও শিক্ষা অধিদপ্তরে ০২টি আবেদনপত্র দাখিল করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্ত করার সুপারিশ করা হলেও শিক্ষা অধিদপ্তর তা বাস্তবায়ন করেনি। এ সময় তিনি অবসর গ্রহণ করেন (১৯.১০.২০১৮)। শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তি, অবসর ভাতা ও কল্যাণ ভাতা প্রদান না করায় তিনি মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে এই বিষয়ে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। যার নং-৬৩৪৪/২০১৯। দীর্ঘ শুনানী অন্তে মহামান্য আদালত গত ২২.০৬.২০২২ তারিখে তার পক্ষে রায় প্রদান করত: প্রধান শিক্ষক পদে বকেয়া বেতন ভাতা, অবসর ও কল্যাণ ভাতা প্রদানের আদেশ দেন। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ এর প্রধান শিক্ষক (অব:) জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডলকে রিট পিটিশন মামলার কাগজসহ বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্তির স্বপক্ষে কাগজপত্র প্রদর্শন করতে বললে তিনি কোনো কাগজপত্র প্রদর্শন করতে পারেন নি। সকল কাগজপত্রসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সভায় একমত পোষন করেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮.১১.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত	জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, প্রধান শিক্ষক (অব:) বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, হাকিমপুর, দিনাজপুর এর বিষয়ে আপীল হয়েছে কি না সে তথ্যসহ মতামত দেওয়ার জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। "জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, প্রধান শিক্ষক (অব:) বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, হাকিমপুর, দিনাজপুর এর বিষয়ে সকল কাগজপত্রসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সুপারিশ করা হলো"। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	
০৮.	বিষয়: নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন লস্করপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের (নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত এমপিওভুক্ত) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ারুল হক এর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২০/০৬/২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১০৯.১৯.২৪৫৩ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন লস্করপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ারুল হক ২১/০৬/২০০০ তারিখে যোগদান করেন এবং ০৩/০১/২০১০ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ম্যানেজিং কমিটি ০৪/০১/২০১০ তারিখে তাঁকে জোর করে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এ প্রেক্ষিতে তিনি ০৯/০৮/২০১০ তারিখে নওগাঁ মোকাম সদর সিনিয়র জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন (মোকদ্দম নং-১৮৯/২০১০)। পরবর্তীতে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির নিকট চাকুরী ফিরে পাবার আবেদন করলে কমিটি তাকে স্বপদে যোগদানের অনুমতি দেয় এবং তিনি ২৮/০৭/২০১৭ তারিখ উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বাদী মামলা প্রত্যাহার করে নেন। লস্করপুর উচ্চ বিদ্যালয় মে/২০১০ সালে এমপিওভুক্ত হয়। উক্ত সময়ে বর্ণিত প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না। নিয়োগকালীন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নিম্নরূপ : এসএসসি-২য় বিভাগ ১৯৮৩, এইচএসসি-৩য় বিভাগ ১৯৮৫, বিএ ৩য় বিভাগ ১৯৯৪ অর্থাৎ নিয়োগকালীন বিএড ডিগ্রী ছিল না। আবেদনের সংযুক্ত তথ্যানুযায়ী তিনি ২০০৬ সালে শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি হতে বিএড ডিগ্রী অর্জন করেন। নিয়োগকালীন অভিজ্ঞতা ও বিএড না থাকায় তাঁর এমপিওভুক্তির আবেদন আঞ্চলিক উপপরিচালক এর কার্যালয় হতে বাতিল করা হয়। তিনি মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট এমপিওভুক্তির আবেদন করেন। প্রধান শিক্ষক এর আবেদনের মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত থাকায় উল্লিখিত প্রধান শিক্ষকের এমপিওভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত নথি আইন শাখায় প্রেরণ করা হলে উক্ত শাখা হতে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়। জনাব মো: আনোয়ারুল হক, পিতা মৃত জহির উদ্দিন শাহ, সাং-লস্করপুর, পা: চন্ডিপুর, উপজেলা: নওগাঁ সদর, জেলা: নওগাঁ বাদীকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করাকে অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষনার দাবীতে এবং হাজিরা খাতায় সহি প্রদান, স্কুলে পাঠদান ও বেতন ভাতাদি প্রদান এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তৎমর্মে বাদীকে বিবাদীগনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনী ডিক্রি দিতে মর্জি হয় এ মর্মে আদেশ দানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতি: ২য় সহকারি জজ আদালত নওগাঁতে অ: প্র: মোকদ্দমা নং-১৮৯/১০ দায়ের করেন। অত্র মোকদ্দমাটি দীর্ঘদিন চলার পর বাদী মামলা প্রত্যাহর করার আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত গত ২৯.০৮.২০১৮ তারিখে আদেশে উল্লেখ করেন। Hence, it is ordered. The plaintiff is permitted to withdraw from the suit. এ ক্ষেত্রে বাদী কর্তৃক মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মঞ্জুর হওয়ায় মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ফলে মামলাজনিত কারনে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই। বর্ণিত বিষয়ে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার সহিত আলোচনা হলে তিনি একই অভিমত পোষন করেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ১১.০২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে পরবর্তীতে সভার সুপারিশ অনুমোদন হয়নি। "যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ারুল হক এর এমপিওভুক্তির সুপারিশ করা হলো। তবে তিনি বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্ত হবেন না মর্মে সুপারিশ করা হলো"। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন লস্করপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনোয়ারুল হক প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক নিয়োগকালীন সময়ে বিএড সনদ না থাকায় তার বিষয়ে বিধি বিধানের আলোকে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরন করবেন মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৯.	বিষয়: পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন ভাউলাগঞ্জ আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১১৮৫৭/২০১৩ ও সুপ্রীম কোর্টে এর সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৩৮১৭/২০১৭ এর রায় আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন ভাউলাগঞ্জ আদর্শ বালিকা উচ্চ

	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন ভাউলাগঞ্জ আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১১৮৫৭/২০১৩ ও সুপ্রীম কোর্টে এর সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৩৮১৭/২০১৭ এর রায় আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করেছেন। The impugned letters dated 03.09.2007 issued by the respondent No.3 on behalf of the responded No.2 with regard to stoppage of monthly payment order of the petitioner of Write petititon No 11857 of 2013 and 11858 oa 2013 form Septermber 2007 are declared to have been issued without lawful authority and are of no legal effect. At the same time the respondent no.2 and 3 directed to make arrangement for making payment of Government portion salary which is payable to the petitioners date of receipt of copy of this judgment. রায়ের আলোকে বেতন ভাতার বিষয় অত্র অধিদপ্তরের আইন শাখায় প্রেরন করা হলে আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামত দাখিল করেছেন। মতামতে উল্লেখ করেন যে, Our opinion is that the Directorate should take necessary steps to make payment of the MPO of the above Assistant Teacher (Computer) and Head Master along with all arrear as per the judgment of the Hon'ble Court. এমতাবস্থায়, আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর ২০০৭ সাল হতে বকেয়াসহ বেতন ভাতা চালু করার বিষয় সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করে তথ্যাদি প্রেরণ করেছেন। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১১৮৫৭/২০১৩ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৩৮১৭/২০১৭ এর রায়ের বিরুদ্ধে সর্বশেষ পদক্ষেপ (রিভিউ মামলা দায়ের) গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০.	বিষয়: চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলাধীন বদরপুর আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৪৪৫৩৮৯) এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা চালুকরণ সংক্রান্ত। চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলাধীন বদরপুর আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৪৪৫৩৮৯) এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা চালুকরণের জন্য প্রধান শিক্ষক আবেদন করেছেন। বর্ণিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এর বিরুদ্ধে জেএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২৯.০৩.২০২১ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০২১/১২৪ নং পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক জুন/২০২১ মাসে তার এমপিও স্থগিত করা হয় এবং কেন স্থায়ীভাবে এমপিও বাতিলা করা হবে না সে মর্মে গত ০৮.০৭.২০২১ তারিখের পত্রে কারণ দর্শানো হয়। প্রধান শিক্ষক উক্ত স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে গত ২৭.০৬.২০২১ তারিখ রিট পিটিশন নং-৫৬২৬/২০২১ দায়ের করলে শুনানীতে তিন মাসের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেতন ভাতা বন্ধের নির্দেশনাটি স্থগিত করা হয় এবং গত ২১.০৯.২০২১ তারিখ স্থগিতাদেশের মেয়াদ ০১ (এক) বছরে জন্য বৃদ্ধি করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৫৬২৬/২০২১ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল্যান্ট ডিভিশনে CPLA No.-২০২৮/২০২১ দায়ের হলে Merit না থাকার কারণে আপিল খারিজ হয়ে যায় এবং হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও ০১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত মামলা মোকদ্দমার আদেশের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা গত ০৭.০৮.২০২২ লিখিত মতামত প্রদান করেছেন। তিনি মতামতের সারাংশে উল্লেখ করেছেন যে, In such view of the matter, our opinion is that the MPO of the above Headmaster should be released as per the order of the hon'ble Court. এমতাবস্থায়, চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বদরপুর আকবর আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৪৪৫৩৮৯) এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা চালুকরণের বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন, মামলা মোকদ্দমার তথ্যাদি ও আইন উপদেষ্টার মতামতসহ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বদরপুর আকবর আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এর বিষয়ে মহামান্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বশেষ পদক্ষেপ আপীল/ রিভিউ দায়ের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১.	বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষকদের নাম ভুয়া এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহামান্য হইকোর্টের রিট পিটিশন নং-২৩০১/২০১৪(কনটেম্পট পিটিশন নং-৬৯/২০১৬) এর আলোকে বকেয়া বেতন ভাতা সংক্রান্ত। কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন ০৫ জন শিক্ষক জুলাই/২০১৩ হইতে অক্টোবর/২০১৯ সময়ের বকেয়া বেতন ভাতার বিষয় মতামতরে জন্য নথি এমপিও সভায় উপস্থান করা হয়। ২৪.০৮.২০২১ তারিখের এমপিও বিশেষ সভার অনুচ্ছেদ ১ (ক) ১২ এ বিস্তারিত তথ্যাদিসহ বকেয়া বেতন ভাতার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো : জনাব মোঃ আবুল কাশেম গং (মোঃ আবুল কাশেম, সহকারী শিক্ষক) পূর্ব সুখাতী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক, নাগেশ্বরী আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম সুশান্ত কুমার, সহকারী শিক্ষক, গোবিন্দপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, কুড়িগ্রাম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী শিক্ষক, লক্ষীকান্ত আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়, সদর কুড়িগ্রাম এবং মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, কাচিচর বি, এ, জি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, কুড়িগ্রাম। জুলাই ২০১৩ তারিখ এমপিও শীট হতে উল্লিখিত শিক্ষকদরে নাম ভুয়া এমপিওভুক্তির কারণে কর্তন করা হয়। তার প্রেক্ষিতে সংক্ষুব্দ হয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-২৩০১/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত রীট মামলার রায়ে বিবাদীগনের বেতন ভাতাদি জুলাই/২০১৩ থেকে চলমান রাখার নির্দেশ দেন। রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপিল নং-৩৩১০/২০১৬ দায়ের করেন। পরবর্তীতে আপিল মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। উক্ত রিট পিটিশনের আদেশ হলো নিম্নরূপ : We directed the respondant no. 4 Professor Dr. syed Golam Faruk. The Director tieneral. Directorate of Secondary and Higher Education, shikkha Bhaban, Dhaka act in accordance with what they have stated in paragraph no. 3 of the supplementary affidavit on or before 03.12.2019 without any fail. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে বাদীগণ কনটেম্পট পিটিশন নং-৬৯/২০১৬ দায়ের করেন। কনটেন্ট মামলাটি বিগত ৩০.০৭.২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বিগত ৩০.০৭.২০১৮ তারিখের দৈনন্দিন কার্য তালিকায় আবেদন আকারে লিস্টে আসে। বর্ণিত কনটেম্পট মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জানান যে, ২০.০৮.২০১৯ তারিখের পূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অন্যথায় মহামান্য আদালত উক্ত কনটেম্পট মামলায় ব্যক্তিগতভাবে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **আইন** শাখার মতামত : 'our opinion is that the Directorate should take immediate steps to release the MPO of the petitioners from july 2013 as per the judgment as well as the instruction of the Ministry. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং: ১৩০১/১৪, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের Civil petiotion for leave to appeal no. ৩৩১০/২০১৬ এবং কন্টেম্পট নং-৬৯/২০১৬ রায় অনুযায়ী পিটিশনারগণের নামে জুলাই/২০১৩ থেকে এমপিও ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আইন শাখা মতামত দিয়েছেন। জানুয়ারী/২০১১ তারিখে বকেয়া বেতন ভাতার বিষয় রিট পিটিশনের তথ্যাদিসহ আবেদন করলে এ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাউশির চূড়ান্ত এমপিও সভায় উত্থাপন করা হয়। সূত্রোক্ত (ক) স্মারকে বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক বকেয়া প্রাপ্তির বিষয় মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা কামনা করে মন্ত্রণালয় প্রেরনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।**	কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষকদের নামে ভুয়া এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বশেষ পদক্ষেপ (রিভিউ দায়ের) গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১২.	বিষয়: এনটিআরসিএ'র ভুল চাহিদা প্রদানের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের তিন মাসের বেতন কর্তনের আদেশ পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত। এনটিআরসিএ'র ২য় নিয়োগচক্রে অনলাইনে শিক্ষকের শূন্য পদের ভুল চাহিদা প্রদানের দায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ০৩ মাসের বেতন কর্তনের আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত	এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রতিবেদন যাচাইয়ে দেখা যায় যে, জনাব আবু ইমাম মো: রাশেদুন্নবী

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<p>আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এ কার্যালয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য এনটিআরসিএ'র পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আবেদনকারীদের শুনানী গ্রহণ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের আলোকে সূত্রে বর্ণিত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী ৩৩টি প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা ছিল কি না সে বিষয়ে ছক মোতাবেক মতমতসহ প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছে।</p>
<p>বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির গত ২৮.০৯.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১২ (বারো) জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। জনাব আবু ইমাম মো: রাশেদুন্নবী তালুকদার, প্রধান শিক্ষক, লালদিঘী গার্লস একাডেমী, পীরগঞ্জ, রংপুর কে অব্যাহতি না দেওয়ায় তিনি পুনরায় আবেদন করেন।</p>
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>প্রতিষ্ঠানের নাম ও EIIN</th><th>প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবি</th><th>তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ</th></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>লালদিঘী গার্লস একাডেমী (EIIN-127826)</td><td>জনাব আবু ইমাম মো: রাশেদুন্নবী তালুকদার প্রধান শিক্ষক</td><td>শূন্য পদের চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) প্রেরণকালে নবসৃষ্ট পদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে ২০১৮ এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান অন্যান্য পদের ন্যায় নবসৃষ্ট পদেও চাহিদা প্রদান করেন। নবসৃষ্ট পদের বিষয়ে এমপিও নীতিমালা ২০১৮ তে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় নবসৃষ্ট পদ বিষয়ে ভুল চাহিদা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।</td></tr>
</table>
<p>পর্যালোচনা: উপযুক্ত বিষয়ে শুনানী ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো।</p>
</td>
<td>তালুকদার, প্রধান শিক্ষক, লালদিঘী গার্লস একাডেমীর প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে ভুল চাহিদা প্রদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের ০৩ (তিন) মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
</tr>
</table>

২.০ এমতাবস্থায়, জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আপিল কমিটি এর ২৮.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত বর্ণিত ১২ (বারো)টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩/০৪/২০২৬
(মো: মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৫১৭
ই-মেইল: nongovt.secondary.Sec3@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৮. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার,-------------------------- (সকল)।
১০.উপজেলা নির্বাহী অফিসার,-------------------- (সকল)।
১১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, -----------------(সকল)।
১২. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/প্রদর্শক/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক/কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর, …………………।
১৩. জনাব, ………………………………………………………………।
১৪. অফিস কপি।